রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/১৭ ফাল্গুন, ১৪১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (১৭ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ—

বা. জা. স. বিল নং ১৬/২০১২

বৃক্ষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে এবং বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া রোধের নিমিত্ত বৃক্ষ সংরক্ষণকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু বৃক্ষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে এবং বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া রোধে বৃক্ষ সংরক্ষণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন 'বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১২' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "সরকার" অর্থ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ;

(২) "সংরক্ষণযোগ্য বৃক্ষ" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন সরকার কর্তৃক সংরক্ষণযোগ্য হিসেবে ঘোষিত কোন বৃক্ষ;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(৩) "পাবলিক প্লেস" অর্থ সরকারি বা বেসরকারি বা স্থানীয় সরকারের পরিচালনাধীন পার্ক, হাট-বাজার, খেলার মাঠ, কবরস্থান, ঈদগাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত অফিস প্রাঙ্গণ, সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল প্রাঙ্গণ, আদালত প্রাঙ্গণ, বাস টার্মিনাল, নৌ বন্দর, সমুদ্র বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন প্রাঙ্গণ বা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোন স্থান।

৩। **সংরক্ষণযোগ্য বৃক্ষ ঘোষণা**।Í(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বনভূমি, সরকারি বনভূমি বা পাবলিক প্লেসে দন্ডায়মান কোন বৃক্ষকে পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের স্বার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণযোগ্য বৃক্ষ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত বন ও পাহাড়ী এলাকার কোন বৃক্ষ সংরক্ষণযোগ্য ঘোষণার পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রথাগত নেতৃত্বের (যেমন–হেডম্যান, কারবারী ইত্যাদি) মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত সংরক্ষণযোগ্য বৃক্ষ এর ব্যবস্থাপনা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হইবে।

৪। **জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ কর্তন বা অপসারণে বাধা-নিষেধ**।Í(১) সরকারের অনুমতি ব্যতীত প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বন বা গাছ-পালা অধ্যুষিত বনভূমি বা বনভূমির অংশবিশেষে যে কোন উদ্দেশ্যে বৃক্ষ কর্তন বা অপসারণ করা যাইবে না।

(২) সরকারের অনুমতি ব্যতীত বনভূমি বা বনভূমির বাহিরের কোন সংরক্ষণযোগ্য বৃক্ষ কর্তন বা অপসারণ করা যাইবে না এবং সংরক্ষণযোগ্য বৃক্ষ কর্তন বা অপসারণের অনুমতি প্রদানের সময়ে একটি বৃক্ষ কর্তন বা অপসারণের বিপরীতে ন্যূনতম ৩ (তিন)-টি বৃক্ষের চারা রোপণের শর্ত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোন সরকারি ও বেসরকারি সড়ক এবং মহাসড়কের পার্শ্বে রোপিত বৃক্ষ এবং পাবলিক প্লেসের বৃক্ষ কর্তন বা অপসারণ করা যাইবে না।

(৪) কোন পাবলিক প্লেসের সংরক্ষণযোগ্য কোন বৃক্ষ শুকাইয়া বা মরিয়া গেলে জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে বন্যপ্রাণী বা পাখির আবাসস্থল হিসাবে উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্ত বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইলে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কর্তন বা অপসারণ করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী..... বিভাগ যাচাই সাপেক্ষে সরকারকে অবহিত রাখিয়া উক্ত বৃক্ষ কর্তন বা অপসারণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা পতিত কোন বৃক্ষ বন বিভাগ বা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করিয়া জনস্বার্থে অপসারণ করা যাইবে।

৫। **দণ্ড**।—(১) এই আইনের কোন বিধান লংঙ্ঘন বা লংঙ্ঘনে সহায়তা করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) এই আইনের কোন বিধান লংঘনকারী যদি সরকারি কোন দপ্তর, অধিদপ্তর, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রমত, উক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের প্রধান এবং উক্ত লংঘনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির প্রত্যেকেই উক্ত বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। **মিথ্য বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করিবার দণ্ড**।—এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনের কোন বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ০২ (দুই) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।—বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এবং ডেপুটি কমিশনার অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

৮। **অপরাধে সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত**।—এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত বস্তু, উপকরণ, যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ বা যানবাহন বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

সরকার দেশের বনজসম্পদ যথাযথ সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতীয় বননীতি ঘোষণা করেছে। উক্ত ঘোষণায় বনভূমি বনায়ন ব্যতীত ভিন্ন কাজে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। দেশের জীববৈচিত্র্য যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৮৯ সন থেকে প্রাকৃতিক বনের গাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়াও সংরক্ষিত বনভূমিতে সৃজিত পুরাতন বন বাগানের গাছ আবর্তনকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পরিবেশ সংরক্ষণের কারণে আহরণ সীমিত করা হয়েছে। সংরক্ষিত বন ছাড়াও সরকারি ভূমিতে অবস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক গাছ অপ্রয়োজনে বা গুরুত্বহীন কারণে এবং সরকারি ভূমিতে বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত বহু পুরাতন ঐতিহ্যবাহী গাছ যত্রতত্র আহরণের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। অথচ এ ধরনের বন বাগানে অনেক বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের জীবন নির্ভরশীল। এরূপ কর্মকাণ্ড দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বনের অবক্ষয় রোধ করার প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। দেশে বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন না থাকার কারণে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র বননীতির ঘোষণা এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ দেশের বৃক্ষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দেশের বৃক্ষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অধিক কার্যকর করার কোন বিকল্প নেই।

২। এমতাবস্থায় দেশের বনজসম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা জরুরী। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৬ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১০ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

৩। পরবর্তীতে পুনরায় ১০-১-২০১১ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আরো একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। সে আলোকে বৃক্ষ সংরক্ষণ আইনের খসড়াটি ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে কতিপয় সংশোধনী (যথা—ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত বন ও পাহাড়ী এলাকার প্রথাগত নেতৃত্বের সাথে আলোচনা, হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের শাস্তি, ১টি বৃক্ষ কর্তন করা হলে ৩টি বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি) এনে তা সংযোজন সাপেক্ষে "বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১১" এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। নীতিগত অনুমোদন লাভের পর মন্ত্রিসভার আলোচনার আলোকে আইনটির খসড়া প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক ভেটিং-এর জন্য ২৯-৩-২০১১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ খসড়া আইনটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে কতিপয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করে ভেটিং প্রদান করে। তাছাড়া কতিপয় অনুচ্ছেদ, রূপরেখা, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কিছুটা সংশোধনী আনয়ন করা হয়। এতে ১২টি অনুচ্ছেদের স্থলে ০৯টি অনুচ্ছেদে রূপান্তর করে আইনটি সংশোধিত হয়।

৪। জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে সংরক্ষণযোগ্য গাছ সংরক্ষণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে অভিমত ব্যক্ত করে ভেটিংকৃত "বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১১" এর খসড়া ৩১ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি সংশোধনী সাপেক্ষে (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শব্দসমূহের স্থলে "উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী") চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

৫। এমতাবস্থায়, দেশের জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকারি ভূমিতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃক্ষ/বৃক্ষ বাগান সংরক্ষণ সংক্রান্ত "বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১২" বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

ড. হাছান মাহমুদ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd